হাক্কানী মিশন বাংলাদেশ

আমাদের কথা

এই উপমহাদেশে মানবতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাধক-দার্শনিক যাঁরা বিরামহীন সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে হযরত আবু আলী আক্তার উদ্দিন শাহ্ কলন্দর গউস পাক্ (রঃ) অন্যতম। তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসুরী সুলতানুল আউলিয়া আলহাজ্ব হযরত শাহ্ কলন্দর সূফী খাজা আনোয়ারুল হক্ রওশন জমির মাদ্দা জিল্লাহুল আলী মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে ১৯৫৫ সন হতে নিরলস কাজ করেছেন। তাঁর লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান হাক্কানী মিশন বাংলাদেশ। প্রচ্ছদপটে মিশন পতাকার রং 'লাল-কর্ম, সবুজ-মানবতা, সাদা-শান্তি'র প্রতীক বহন করছে।

সত্য ও সুন্দরের প্রতি তীব্র আকাঙ্খাই মানুষকে আত্মবিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। হাক্কানী শব্দটি আরবী 'হক' থেকে এসেছে। 'হক' অর্থ সত্য এবং 'নী' প্রত্যয় এখানে নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করছে। তাই হাক্কানী অর্থ সত্যের পথ ধরে নিশ্চিত লক্ষ্যে পথ চলা। কর্মের অন্তর্নিহিত সত্য অনুসন্ধান করে তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অবিরাম প্রচেষ্টায় রত থাকার জন্যে হাক্কানী শব্দের ব্যবহার। ধর্ম মানবতার জন্য, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থের জন্য নয়। প্রতিটি কর্মই ধর্মের শ্রেষ্ঠ পরিচিতি। কর্মের মাঝেই নিহিত আছে মানবতা ও শান্তি। আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ধনী-গরীব, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের জীবনবোধকে গবেষণার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে 'কর্ম, মানবতা ও শান্তি' প্রতীক নিয়ে এগিয়ে চল্‌ছে হাক্কানী মিশন বাংলাদেশ।

জাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির অনুশীলন এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ সমূহের যথাযথ প্রয়োগ যে কোন জাতির সম্মুখপানে এগিয়ে চলা ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম চালিকা শক্তি - এই বিশ্বাস মনেপ্রাণে ধারণ করে হাক্কানী মিশন বাংলাদশ। প্রতিযোগিতাপূর্ণ এই বিশ্বে নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ক্রমাগত অনুশীলনের মাধ্যমে যে কোন দেশে সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব। এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হাক্কানী মিশন বাংলাদেশ বিশ্ব জনগোষ্ঠীকে কর্মের স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে সুসংহত মানব জাতি গঠনে কল্যাণধর্মী কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণ করে চলেছে। তাই কল্যাণ, মানবতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে সকল আন্ত রিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্মরত তাদের সঙ্গেও একাত্ম হাক্কানী মিশন বাংলাদেশ।

সভাপতি
হাক্কানী মিশন বাংলাদেশ।

বাংলাদেশে হাক্কানী মিশনের কার্যক্ষেত্র

৭৮৬
৯২

এক নজরে

প্রাতিষ্ঠানিক নাম - **হাক্কানী মিশন বাংলাদেশ।**

প্রতিষ্ঠাকাল ও নিবন্ধন - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে একটি অরাজনৈতিক, স্বেচ্ছাসেবী, ধর্মভিত্তিক সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯০ সনে এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হতে ১৯৯৮ সনে নিবন্ধীকৃত।

প্রধান কার্যালয় - মিরপুর, সেকশন-৬,
ব্লক-সি, রোড নং-১৩, প্লট নং-৫,
ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ৮০১৩০৭৭।

আঞ্চলিক কার্যালয় ঃ

ক) ঢাকা বিভাগ ঃ

১। হাক্কানী খানকা শরীফ, কুমারভোগ, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।
২। হাক্কানী খানকা শরীফ, ভাঙ্গা কাছারিপাড়া, ভাঙ্গা, ফরিদপুর।
৩। হাক্কানী খানকা শরীফ, ত্রিয়শ্রী, মদনপুর, নেত্রকোনা।
৪। হাক্কানী কমপ্লেক্স, বিশাউতি, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।
৫। হাক্কানী খানকা শরীফ, ঢাকুরিয়া, বাটাজোর, ভালুকা, ময়মনসিংহ।

খ) খুলনা বিভাগ ঃ

১। হাক্কানী খানকা শরীফ, ছোট বয়রা, সোনাডাঙ্গা, খুলনা।

গ) বরিশাল বিভাগ ঃ

১। হাক্কানী খানকা শরীফ, জয়নগর, দৌলত খাঁ, ভোলা।
২। হাক্কানী খানকা শরীফ, হোতখালী, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।

ঘ) রাজশাহী বিভাগ ঃ

১। হাক্কানী খানকা শরীফ, জোঁকা, বগুড়া সদর, বগুড়া।
২। হাক্কানী খানকা শরীফ, চৈতন্যপুর, বামনগাঁও, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

ঙ) সিলেট বিভাগ ঃ

১। হাক্কানী খানকা শরীফ, কালিকাপুর, মাধবপুর, হবিগঞ্জ।

চ) চট্টগ্রাম বিভাগ ঃ

১। হাক্কানী খানকা শরীফ, দক্ষিণ কাট্টলী, হালিশহর, চট্টগ্রাম।

আদর্শ - শান্তি।

লক্ষ্য - সমাজ সংস্কার।

মূলনীতি - ধর্ম মানবতার জন্য।

প্রতীক - কর্ম-মানবতা-শান্তি।

ক্ষেত্র - বাংলাদেশ। পর্যায়ক্রমে বিশ্বের অন্যান্য দরিদ্র দেশসমূহ।

কার্যক্রম রূপরেখা - অরাজনৈতিক, স্বেচ্ছাসেবী, ধর্মভিত্তিক সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। স্বনির্ভর উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে হাক্কানী মিশন বাংলাদেশ সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম নির্বাচন করে এগিয়ে চলছে। যথা ঃ

১। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মীয় মূল্যবোধগুলোর প্রচার ও অনুশীলন।
২। ধর্মভিত্তিক গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও প্রকাশনা।
৩। এলাকাভিত্তিক বিদ্যাপীঠ, মহাবিদ্যালয়, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসালয় স্থাপন।
৪। এলাকাভিত্তিক অধিবাসীদের বিশেষ করে নারী ও শিশু-কিশোরদের একত্রিত করে ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়নে গঠনমূলক কাজে তাদের নিয়োজিতকরণ এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কাজে উৎসাহিতকরণ।
৫। নারী জাগরণ ও স্বাবলম্বিতা অর্জনের জন্য উচ্চশিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষার অঙ্গনে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো। বিশেষ করে পথ-নারী, পথ-কন্যাদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন।
৬। গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি সংগ্রহ ও প্রদানের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা লাভে সহযোগিতা।
৭। বাংলা লোকজ সংস্কৃতি বিশ্বায়ন।
৮। প্রবীণ জনগোষ্ঠী সমাজের সম্পদ। তাদের বিভিন্নমুখী কল্যাণ।
৯। পরনির্ভরশীলতা ও দারিদ্র্য দূরীকরণে এলাকাভিত্তিক বেকার ও দরিদ্র তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
১০। মাতৃমঙ্গল ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষার্থে রোগ নিরাময়ক পরিচর্যা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবার কল্যাণ।

বর্তমানে মিশনের স্বনির্ভর উৎপাদনমুখী কার্যক্রম শিক্ষা, সেবা, গবেষণা, প্রকাশনা এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

মিশন পরিচালন কাঠামো ঃ

১। উপদেষ্টা পরিষদ
২। ব্যবস্থাপনা সংসদ
৩। সাধারণ পরিষদ

মিশন পরিচালন পদ্ধতি ঃ

সাধারণ সভা ঃ

হাক্কানী মিশন বাংলাদেশ-এর সকল সদস্যের উপস্থিতিতে বছরের শেষে যে কোন একটি শুক্রবারে সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সভায় মিশনের সামগ্রিক কর্মকান্ডের উপর উন্মুক্ত আলোচনা, পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করা হয়।

বিশেষ (নীতি নির্ধারণী) সভা ঃ

মিশন পরিচালিত প্রকল্প সমূহের পরিচালক ও ব্যবস্থাপনা সংসদের যৌথ অংশগ্রহণে আকস্মিক আহুত এ সভায় প্রকল্প সমূহের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে নীতি প্রণয়নসহ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রকল্প মূল্যায়ন সভা ঃ

প্রত্যেক প্রকল্প পৃথক পৃথকভাবে প্রতি মাসে একবার এ সভার মাধ্যমে তাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও অগ্রগতির মূল্যায়ন করে থাকে। সভায় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণে ব্যবস্থাপনা সংসদের একজন সদস্য প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকেন।

ব্যবস্থাপনা পরিষদ সভা ঃ

মিশনের ১১ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত ব্যবস্থাপনা সংসদ প্রতি তিন মাসে এবং প্রয়োজনে প্রতি মাসে একবার এ সভার মাধ্যমে প্রকল্পসমূহ মূল্যায়ন, বিভিন্ন বিষয়ে নীতি প্রণয়ন, নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও মিশন পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

উপদেষ্টা পরিষদ ঃ

উপদেষ্টা পরিষদ যে কোন সময়ে যে কোন বিষয়ে ব্যবস্থাপনা সংসদকে মৌখিক বা লিখিতভাবে পরামর্শ দিতে পারেন।

সদস্য পদ্ধতি ঃ

আজীবন সদস্য ঃ

ব্যবস্থাপনা সংসদের বিবেচনার ভিত্তিতে যে কোন প্রার্থী মিশনে এককালীন দুই লক্ষ এক টাকা অনুদান প্রদানের মাধ্যমে আজীবন সদস্য হতে পারেন।

পৃষ্ঠপোষক সদস্য ঃ

আঠারো বছর বয়সোর্ধ যে কেউ মিশনে এককালীন পাঁচ লক্ষ এক টাকা বা সমপরিমাণ অর্থমূল্যের জমি/ভবন প্রদান করে একজন পৃষ্ঠপোষক সদস্য হতে পারেন।

দাতা সদস্য ঃ

আঠারো বছর বয়সোর্ধ যে কেউ এককালীন এক লক্ষ এক টাকা বা সমমূল্যের ভূমি/ভবন মিশনে প্রদান করে দাতা সদস্য হতে পারেন।

সাধারণ সদস্য ঃ

মিশনের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্যের ভিত্তিতে সাফল্যজনকভাবে কোন সহযোগী সদস্য এক বছর অতিক্রান্ত হবার পর সাধারণ সদস্য পদে আবেদন করার যোগ্যতা অর্জন করবেন।

সহযোগী সদস্য ঃ

আঠারো বছর বয়সোর্ধ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে কেউ মিশনের গঠনতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস ও পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে সহযোগী সদস্য হতে পারেন। এজন্য কোন প্রার্থীকে ন্যূনতম মাধ্যমিক শিক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে (তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এ যোগ্যতা শিথিলযোগ্য)।

মিশন কার্যক্রম ঃ

১। শিক্ষা ঃ উন্নয়নের সোপান

- আধ্যাত্মিক শিক্ষা
- প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা
- কারিগরি শিক্ষা (মানব সম্পদ উন্নয়ন)
- বয়স্ক শিক্ষা

২। গবেষণা ঃ কাঙ্খিত পরিবর্তনের বাহন

- ধর্মীয় অঙ্গন
- সামাজিক প্রেক্ষাপট

৩। সেবা ঃ মানবতার অঙ্গীকার

- সঞ্চয় ও ঋণদান প্রকল্প
- কল্যাণ তহবিল
- সাংস্কৃতিক একাডেমি

- প্রবীণ কল্যাণ কার্যক্রম
- পথকন্যা পুনর্বাসন কর্মসূচি
- ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ
- উপদেশ ও নির্দেশনা
- ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা

৪। প্রকাশনা ঃ গণজাগরণের হাতিয়ার

- পত্রিকা
- পুস্তিকা
- গ্রন্থ

শিক্ষা ঃ উন্নয়নের সোপান

বিশ্বাস, ভক্তি, মায়া, প্রেম, ভালবাসা, বিবেচনা, বিবেকবুদ্ধি, প্রজ্ঞা, শ্রদ্ধা, আনন্দ, চিন্তা, ভাবনা, রসবোধ, কামনা, বাসনা, হিংসা, লোভ, আত্মকর্তৃত্বের ও প্রকাশের চর্চা প্রভৃতি ক্ষেত্রে মানুষের কতখানি উন্নতি ও অবনতি হয়েছে বা হচ্ছে তা জানা যায় না, যেহেতু এ বিষয় নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষ দিশেহারা হয়ে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মুক্তি খুঁজেছে। যতটুকু অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করতে পেরেছে তার সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের আত্মিক গুণাবলীর উন্নতি আনুপাতিক হারে হয়নি বলে হাক্বানী মিশন বিশ্বাস করে। বিশ্বের প্রতিটি দেশে এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে অর্থনৈতিক দুর্নীতির সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতি আজও বিদ্যমান। ফলে সন্ত্রাস, রাহাজানি ও খুন বাড়ছে। অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না বরং সামাজিক অবক্ষয় বাড়ছে। হাক্বানী মিশনের লক্ষ্য অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের আত্মিক গুণাবলীর উন্নতি এবং একাত্মীকরণ। অর্থনৈতিক উন্নতির সমান তালে আত্মিক গুণাবলীর উন্নতি হলে তবেই মানুষ মুক্তি পাবে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। মিশন আরো বিশ্বাস করে একবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র বিশ্বজুড়ে প্রয়োজনের তাগিদে এই বোধ কার্যকরী হবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে। এই চিন্তা চেতনায় মিশন বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে আত্মিক উন্নতি চর্চার মিলন ঘটিয়ে একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষা কার্যক্রম দু'ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। প্রয়োজনে কর্মক্ষেত্রে এই দুই শিক্ষার সংমিশ্রণ ঘটানো স্থান-কাল-পাত্র ভেদে।
সেই অনুসারে মিশনের বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রমের প্রাথমিক রূপ হচ্ছে ঃ

ক) আধ্যাত্মিক শিক্ষা ঃ

নিছক ধন-দৌলত, প্রতিপত্তি ও চাকচিক্যের মোহ মানুষকে সাময়িকভাবে সুখ-শান্তি দিলেও অনাবিল শান্তির জন্য তুচ্ছ। হাক্বানী মিশন নিশ্চিত যে আত্মিক উৎকর্ষতা সাধনের মাধ্যমে অনাবিল সুখ-শান্তি অর্জনই একজন মানুষের বিশেষ প্রয়োজন। তাই সমস্যা জর্জরিত মানুষের পথের দিশারী হিসেবে হাক্বানী মিশন বাংলাদেশ স্বীয় মূলমন্ত্র, লক্ষ্য, আদর্শ, মূল্যবোধ নিয়ে সমাজের সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে সত্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার মানসে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাক্বানী খানকা শরীফ/দরবার শরীফ/ আস্তানা শরীফ/ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করছে। ধর্মীয় দর্শন অনুশীলন ও ধর্মীয় গ্রন্থের আলোকে মানুষ সম্যক কর্ম সম্যক সময়ে সুসম্পন্ন করে সত্য পথ ধরে দৈনন্দিন জীবনে অগ্রসর হোক ও শান্তি লাভ করে খাঁটি মানুষ হোক এটাই মূখ্য উদ্দেশ্য। 'আমিত্ব বর্জন', 'সৎস্বভাব অর্জন' এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমাজে সত্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মিশন সাধারণ মানুষকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষা ও জ্ঞান দান করে যাচ্ছে।

খ) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ

মিশনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম মূলত তিনটি স্তরে বিভক্ত। উপাত্তের মাধ্যমে পরীক্ষিত যে, প্রতিটি স্তরে মিশনের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যান ধারণার সংমিশ্রণ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক নতুন মাত্রা যোগ করতে সমর্থ। শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে কোন শিক্ষার্থী যাতে কর্মহীন ও পরমুখাপেক্ষী না থাকে সেজন্য মিশন এই শিক্ষা কার্যক্রমে বিশেষ করে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বা স্বল্প বেতনে, বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে লেখাপড়ার সুযোগ এবং পাশাপাশি আয়ের সুযোগ প্রদান করে ছাত্রাবস্থায় আত্মনির্ভর করে তোলার উদ্যোগ ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছে।

প্রথম স্তর - হাক্কানী মিশন বিদ্যাপীঠ ঃ

শিক্ষা কার্যক্রমের প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষামূলক প্রাথমিক (পাইলট) প্রকল্প হচ্ছে হাক্কানী মিশন বিদ্যাপীঠ। এই বিদ্যাপীঠ দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নধর্মী পরিবেশ ও মতাদর্শের উপর পরিচালিত। দুই ধরনের শিক্ষার্থীর জন্য এখানে জ্ঞানার্জনের সুযোগ রয়েছে। যথা -

ক) নিয়মিত শিক্ষার্থী এবং

খ) ছিন্নমূল, কর্মজীবী ও শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া শিশু-কিশোর।

মিশনের শিক্ষানীতি অনুসারে শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। তাই সকল দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আদর্শ, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য লেখাপড়ার সাথে সাথে শিশুদের আদব-নম্রতা, ভদ্রতা, মানবতা, মানসিক দৃঢ়তা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলী বিকাশে মিশন সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সাত বছর সার্বক্ষণিক নজরদারি ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে মিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, এই ধরনের বিদ্যাপীঠ গ্রাম পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সমাজের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সে মোতাবেক মিশন আগামী ৩০ বছরের মধ্যে প্রথমে দেশের ৬টি বিভাগে, পরবর্তীতে ৬৪টি জেলায় এবং ধাপে ধাপে ৪৬০টি উপজেলা ও ৬৫ হাজার গ্রামে বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত করবে।

দ্বিতীয় স্তর - হাক্কানী মিশন মহাবিদ্যালয় ঃ

শিক্ষা কার্যক্রমের দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৯৭ সন হতে মিশন শুরু করেছে পরীক্ষামূলক প্রাথমিক (পাইলট) প্রকল্প হাক্কানী মিশন মহাবিদ্যালয়। এখানে নিয়মিত ও অনিয়মিত উভয় প্রকার শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি স্বনির্ভর হবার সুযোগ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের দক্ষ জনশক্তি রূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে আধ্যাত্মিক শিক্ষার সংমিশ্রণ এবং পাঠ্যসূচিতে কারিগরি শিক্ষা অন্তর্ভূক্ত করেছে। আগামী ২৫ বছরে প্রথমে দেশের ৬টি বিভাগে এবং পরবর্তীতে প্রতিটি জেলায় মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করবে।

তৃতীয় স্তর - হাক্কানী মিশন বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

শিক্ষা কার্যক্রমের তৃতীয় পদক্ষেপ হিসেবে মিশন প্রতিটি বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে এই কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গ) কারিগরি শিক্ষা (মানব সম্পদ উন্নয়ন) ঃ

দেশের মোট জনশক্তির একটা অংশকে জনসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে মিশন প্রতিষ্ঠা করেছে ‘হামিবা কম্পিউটার একাডেমি’। দক্ষ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে দেশের তরুণ-তরুণীদের তথ্য প্রযুক্তির সর্বশেষ প্রবাহের সাথে পরিচয় করিয়ে আধুনিক বিশ্বের একজন বাসিন্দা হিসেবে গড়ে তোলার সংকল্প নিয়েই মিশনের এই প্রচেষ্টা। এছাড়া এম্ব্রয়ডারি, সেলাই, হাতের কাজ প্রভৃতি কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অবহেলিত নারী সমাজকে স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্যোগ পরিকল্পনাধীন।

ঘ) বয়স্ক শিক্ষা ঃ

জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির কোন বিকল্প নেই - এই সত্যকে উপলব্ধি করেই বয়স্ক ও শ্রমজীবী নিরক্ষর জনগণকে স্বাক্ষর করার নিমিত্তে মিশন ‘বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম’ পরিচালনা করছে।

গবেষণা ঃ কাঙ্খিত পরিবর্তনের বাহন

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে সনাতন চিন্তাধারা ও অদৃষ্টবাদের অন্ধ বিশ্বাস হতে মুক্ত করে সমাজ সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে গবেষণাকে অন্যতম বাহন বিবেচনা করে মিশন দুটি ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। যথা ঃ

১। ধর্মীয় অঙ্গন ঃ

সমাজ থেকে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, ধর্মের নামে ভন্ডামি ও উগ্র ধর্মবাদ দূর করার লক্ষ্যে মিশন ১৯৯৩ সালের ৩০ নভেম্বর 'কুরআন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও আলোচনা কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠিত করে। এই কেন্দ্র মানব জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি, কল্যাণ ও মুক্তি কামনায় যেমন ধর্মীয় মূল্যবোধ সমূহের প্রায়োগিক পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার জন্য উন্মুক্ত সেমিনার কার্যক্রম পরিচালনা করছে তেমনি সকল ধর্মগ্রন্থের মূল লক্ষ্য যে মানবতা ও শান্তি ছিল, আছে ও থাকবে তা ব্যাপকভাবে সকল ধর্মাবলম্বীর মধ্যে প্রচার করে যাচ্ছে।

২। সামাজিক প্রেক্ষাপট ঃ

পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় হাজারো সমস্যায় জর্জরিত মানবগোষ্ঠীকে সমস্যার শৃঙ্খল হতে মুক্ত করে শান্তিময় জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মিশন বিবিধ সামাজিক বিষয়ে গবেষণা কর্ম পরিচালনা করছে।

সেবা ঃ মানবতার অঙ্গীকার

হাক্কানী মিশন বাংলাদেশ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে 'ধর্ম মানবতার জন্য'। মানবতার একটি অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হচ্ছে 'দুঃস্থ ও আর্তের সেবা।' মিশন এক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়ে যেসব সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেগুলো হচ্ছে -

১। সঞ্চয় ও ঋণদান প্রকল্প ঃ

সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে সমবায়ী উদ্যোগ গ্রহণ করে সদস্যদের মাঝে প্রতি ৫০ সদস্যের একটা দল গঠন করে তাদের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে পারস্পরিক সুসম্পর্ক সৃষ্টি ও দলীয় বন্ধন সুদৃঢ় করতে এবং নিশ্চিত ও নিয়মিত সঞ্চয়ের মাধ্যমে পরিকল্পিত তহবিল লাভজনক খাতে বিনিয়োগ-সহ সদস্যদের জরুরি প্রয়োজনে বিধি মোতাবেক ঋণ দিতে মিশন সঞ্চয় ও ঋণদান প্রকল্প চালু করেছে।

২। সূফী সাধক আনোয়ারুল হক্ স্মারক কল্যাণ তহ্বিল ঃ

দুঃস্থ, অসহায় এবং আর্ত মানবতার সেবায় মিশন প্রত্যক্ষভাবে বেওয়ারিশ লাশের সদগতি, অসহায় মৃত ব্যক্তির দাফন কার্যে সার্বিক সহায়তা প্রদান, কন্যা দায়গ্রস্ত পিতামাতাকে সহায়তা দান, বৈবাহিক ক্ষেত্রে অভিভাবক যোগসূত্র স্থাপন, অনাথ-এতিম-দরিদ্র ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং অন্যান্য দরিদ্র জনগণের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ পর্যন্ত মিশন সীমিত নিজস্ব তহবিল হতে শিক্ষা ক্ষেত্রে ১৭৯ জন, দাফন কার্যে ১১২ জন, কন্যা দায়গ্রস্ত ১৭ জন পিতা-মাতাকে সহায়তা, দুটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সীমিত ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে কেউ এই তহবিলে অংশগ্রহণ করে নিজেকে মানবতার সেবায় অংশীদার করতে পারেন।

৩। সাংস্কৃতিক একাডেমি ঃ

অপসংস্কৃতি রোধে এবং নির্মল চিত্তবিনোদন ও দেশীয় সংস্কৃতি চর্চার লক্ষ্য নিয়ে মিশন পরীক্ষাধীন প্রাথমিক (পাইলট) প্রকল্প 'হামিবা সাংস্কৃতিক একাডেমি' চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পরিবেশ ও বাস্তবতার উপর নির্ভর করে কালক্রমে আগামী ২১ বছরে প্রতিটি জেলায় শাখা খোলার জন্য মিশন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দেশবরেণ্য সঙ্গীতজ্ঞদের সমন্বয়ে পরিচালিত এই একাডেমির একমাত্র লক্ষ্য বাংলা লোকজ সংস্কৃতির বিশ্বায়ন।

৪। প্রবীণ কল্যাণ ঃ

পারিবারিক বন্ধন হতে বিচ্ছিন্ন, উপেক্ষিত, অসহায় ও পরনির্ভরশীল প্রবীণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণার্থে প্রণীত প্রবীণ কল্যাণ কর্মসূচি মিশনের সেবা কার্যক্রমে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। দেশের পঞ্চাশোর্ধ অবহেলিত প্রবীণ/প্রবীণাদের একত্রিত করে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্র গঠন করে উদ্বুদ্ধকরণ, বিনোদন, ধর্মীয় শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা, আবাসন ইত্যাদির মাধ্যমে পরমুখাপেক্ষী না হয়ে তাদের আত্মনির্ভর জীবন গঠনে মিশন সহায়তা প্রদান করছে।

৫। পথকন্যা পুনর্বাসন ঃ

নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের অঙ্গ হিসেবে সামাজিক মর্যাদা ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত পথকন্যাদের আবাসন সুবিধা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও ন্যূনতম স্বাক্ষর-জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসিত করার নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা মিশনের রয়েছে।

৬। ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ ঃ

বিভিন্ন দুর্যোগের সময় ও দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থায় দুঃস্থ ও অসহায় দেশবাসীর সাহায্যার্থে মিশন তার নিজস্ব প্রচেষ্টায় সংগৃহীত ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের মধ্য দিয়ে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

৭। উপদেশ ও নির্দেশনা ঃ

বৈষয়িক সমস্যা পীড়িত মানব জাতিকে সমস্যা উত্তরণের পথ দেখাতে মিশনের আধ্যাত্মিক শিক্ষা কেন্দ্র 'হাক্কানী খান্‌কা/দরবার/আস্তানা শরীফ' আলোকবর্তিকা হিসেবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের তরে প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ধর্মীয় অনুভূতি ও মূল্যবোধের আলোকে উপদেশ ও নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ৪৭৭৩ জন সহায়ক নির্দেশনা প্রাপ্ত হয়েছেন।

৮। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা ঃ

গ্রামাঞ্চলে দুঃস্থ, অসহায় ও সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্রদের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে হাক্কানী মিশন বাংলাদেশ ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা সহায়তার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রক্তদান, ঔষধ-পথ্য বিতরণ ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা শিক্ষাদান এই সেবার অন্যতম কার্যক্রম। এই কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্যে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা ও জরিপের মাধ্যমে ১৫ বছরের এক প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন।

প্রকাশনা ঃ গণজাগরণের হাতিয়ার

সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠায় হাক্কানী মিশন বাংলাদেশ দেশবাসীকে সত্যের মুখোমুখি করতে ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ় প্রত্যয়ে গণ সচেতনতা ও জাগরণের হাতিয়ার হিসেবে প্রকাশনার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

ক) পত্রিকা ঃ

১৯৯৩ সালের ৩০ নভেম্বর থেকে মিশন নিয়মিত সৃজনশীল ও আত্মিক সেবা সহায়ক সাপ্তাহিক 'বর্তমান সংলাপ' প্রকাশ করছে। চূড়ান্ত লক্ষ্য দৈনিক পত্রিকা হিসেবে এর আত্মপ্রকাশ।

খ) পুস্তিকা ঃ

মিশন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা সমূহের মধ্যে 'সত্যপথে চলার জপমালা' অন্যতম। এই জপমালা সকল ধর্মের ধর্মাবলম্বী মানুষের আত্মিক উৎকর্ষতা সাধন এবং ব্যক্তি জীবনে শান্তি ও মঙ্গল হাসিলের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রখ্যাত সাধক লালন সাঁইজী ও ফতোয়াবাজি সম্বন্ধে দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের বক্তব্য সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশ ছাড়াও মিশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভা ও সেমিনারে আলোচনার সারবস্তু পুস্তিকায় রূপদানের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে।

গ) গ্রন্থ ঃ

বিশ্লেষণমূলক, সংস্কারধর্মী এবং মহাপুরুষদের কর্মময় জীবনী সম্বলিত রচনার পাশাপাশি বিদেশী ভাষায় রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের বাংলায় ভাষান্তর মিশন প্রকাশনার এক অনন্য উদ্যোগ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

কর্মপরিধির প্রসারতার সাথে সাথে মিশনের উপর্যুক্ত সার্বিক কার্যক্রম যুগোপযোগী করে ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশের গন্ডি পেরিয়ে এই উপমহাদেশ, এশিয়া ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তৃত করা।

অন্তহীন ইতি

এ কথা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য চরম ত্যাগ, ধৈর্য, সৎ-স্বভাব ও সুশিক্ষাই মানুষকে সহায়তা করে। দৈনন্দিন জীবনে সকল কর্মকান্ডের মধ্যে সাধনার পথ বেয়ে যে কোন মানুষই এসব গুণের অধিকারী হতে পারে।

আত্মবিশ্লেষণ আত্মকর্মের সহায়ক। আত্মকর্মই আনে আত্মসন্তুষ্টি এবং আত্মসন্তুষ্টি থেকে আসে মানবতা। পরিপূর্ণ মানবতার বিকাশই আনে শান্তি যা শাশ্বত ও চির বাস্তব। সত্যের এই পথ উন্মোচনে সৃষ্টির প্রথম থেকেই সাধকগণ বিরামহীনভাবে কাজ করে আত্মোৎসর্গ করে চলেছেন। একই ধারায়, যুগোপযোগী চাহিদা বিশ্লেষণ করে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে হাক্কানী মিশন বাংলাদেশ এবং এ ধারা অন্তহীন।